৩০

তারিখ ... 16 APR 1996 ...
পৃষ্ঠা ... ১১ ... কলাম ... ৬ ...

দৈনিক সংবাদ

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

পরীক্ষা না নেয়ায় ক্ষুব্ধ ছাত্ররা উপাচার্যের বাসায় আগুন দিয়েছে

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (ময়মনসিংহ), ১৫ই এপ্রিল (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– গ্রেফতারকৃত বাকসু জিএস ও বাকৃবি ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক শামসুল আলম তোফার মুক্তির দাবিতে ছাত্রদল আহূত হরতাল চলাকালে বিভিন্ন অনুষদের চূড়ান্ত পরীক্ষাসমূহ গ্রহণের দাবিতে সাধারণ ছাত্ররা আজ সোমবার উপাচার্যের বাসভবনে আগুন ধরিয়ে দেয়। ভাঙচুর করে প্রশাসনের ভবন। অন্তত ১০ জন আহত হয়েছে। আনুমানিক ১০ লাখ টাকার ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

গত ১লা এপ্রিল গ্রেফতারকৃত ঐ নেতার মুক্তির দাবিতে সোমবার ক্যাম্পাসে পূর্ণ দিবস হরতাল আহ্বান করে ছাত্রদল। রোববার মাইকিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষা না হবার ঘোষণা দেয়। সাধারণ ছাত্ররা জানায়, বাকৃবি প্রশাসনের সাথে এ ব্যাপারে রোববার রাতে যোগাযোগ করলে কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত পরীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান। পরদিন সকাল ৯টায় পরীক্ষার হলসমূহে এসে কাউকে না পেয়ে উত্তেজিত ছাত্ররা প্রথমে প্রশাসনিক ভবন ভাঙচুর করে। পরবর্তীকালে উপাচার্যের বাসার সামনে পরীক্ষা গ্রহণের দাবিতে শ্লোগান দিতে থাকে। এক পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় নিরাপত্তারক্ষীদের বাধা উপেক্ষা করে উপাচার্যের বাসভবনের গেট ভেঙে ভেতরে ঢুকে কনফারেন্স রুমে আগুন দেয়। বাসভবনের বাইরে পার্ক করা একটি মোটর সাইকেলে (ময়মনসিংহ এ-১০৭৫) আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়।

সাধারণ ছাত্রদের ভাঙচুর চলাকালে ছাত্রদল একটি মিছিল বের করে ছাত্রলীগ (শা-পা) কে এর জন্য দায়ী করে শ্লোগান দেয়। ছাত্রদল মিছিল বের করলে ছাত্ররা পিছু হটে আসে। এরপর বাকৃবি সাংবাদিক সমিতি কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ এ অনভিপ্রেত ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করার পাশাপাশি দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন।

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (শা-পা) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ঘটনার জন্য পতিত সরকারের ছাত্র সংগঠনকে দায়ী করেছে। সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন এবং জাতীয় ছাত্রসমাজ ঘটনার জন্য ব্যর্থ প্রশাসনকে দায়ী করেছে ও এর নিন্দা জানিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের এক দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানান, পরীক্ষা গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষের নিরাপত্তাহীনতার কারণে কেউ পরীক্ষার হলে যাননি। উপাচার্য বলেন, পরীক্ষা গ্রহণের জন্য পুলিশ প্রশাসনের সহায়তা চেয়েও পাওয়া যায়নি এবং ঘটনার ২ ঘন্টা পর পুলিশ ক্যাম্পাসে আসে।

পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ বৈঠকে বসেছেন। এ [illegible] রিপোর্ট পাঠানো পর্যন্ত চলছিল।